Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.04

মনোবিদ্যা থেকে বর্ণনাত্মক প্রভাসতত্ত্বে উত্তরণ : একটি অনুসন্ধান

সেখ আমিরুল হক
সহকারী অধ্যাপক, সাঁওতাল বিদ্রোহ সার্ধ শতবার্ষীকী মহাবিদ্যালয়
ও গবেষক, দর্শন বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
(Corresponding author)
ও
তপন কুমার দে
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ

জার্মান দার্শনিক এডমুণ্ড গুসতাভ আলব্রেট হুসার্ল ইউরোপীয় দর্শন চিন্তায় প্রভাসতাত্ত্বিক তত্ত্বের অবতারনা করে দর্শনের জগতে এক অভিনব দিগন্তের সূচনা করেছেন। প্রভাসতাত্ত্বিক পদ্ধতির সাহায্যে তিনি যেমন চেতনার বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি দর্শন চিন্তাকে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক তত্ত্বের প্রভাব মুক্ত করতে চেয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দর্শনকে পূর্ব স্বীকৃতিশুন্য ও কঠোর বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। কাণ্টীয় দর্শনের উত্তরকালে দর্শন চিন্তা যে বহুমুখী রূপ ধারন করে দর্শনের জগতকে সমৃদ্ধ করেছে তাদেরই একটি অন্যতম দিক প্রভাসতাত্ত্বিক দর্শন। চিন্তাবিদ্‌রা এই দর্শন চিন্তাকে দুটি শাখায় বিভক্ত করেছেন যথা, বিশ্লেষনী দর্শন এবং মহাদেশীয় দর্শন তথা হুসার্লীয় প্রভাসতাত্ত্বিক দর্শন।

হুসার্ল যে প্রভাসতাত্ত্বিক দর্শনের অবতারণা করেছেন, বলা ভালো প্রভাসতাত্ত্বিক দর্শনের যে রূপ আমরা হুসার্লের দর্শনে পাই তা প্রথম দিকে হুসার্লীয় চিন্তার বিষয় ছিল না। বরং প্রথম দিকে হুসার্ল গণিতবিদ্যার চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। ব্রেন্টানোর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে গাণিতিক বিষয়ের আলোচনার প্রচেষ্টা হুসার্লকে মনোবৈজ্ঞানিকতাবাদের সমর্থক করে তুলে। পরবর্তীকালে মনোবৈজ্ঞানিকতাবাদের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে তিনি বর্ণনামূলক মনোবিদ্যা এবং বর্ণনামূলক মনোবিদ্যা থেকে বর্ণনাত্মক প্রভাসতত্ত্বে উত্তরণ করেন। বর্ণনামূলক প্রভাসতত্ত্বের মাধ্যমে তিনি শুদ্ধ প্রভাসতাত্ত্বিক চিন্তা তথা 'Pure Phenomenology'-র বিষয়টি দর্শনচিন্তার কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। তাঁর

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

এই চিন্তার বিবর্তনের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল প্রভাসতাত্ত্বিক বন্ধনীকরণ পদ্ধতি, যার সাহায্যে তিনি শুদ্ধ চেতনায় পৌঁছাতে চেয়েছেন। সেই জন্য অনেকে প্রভাসতত্ত্বকে চেতনার দর্শন বলে অভিহিত করেন। এই শুদ্ধ চেতনার সাহায্যে হুসার্ল জগতের অর্থ প্রদানের বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে হুসার্লের যে বিশাল দার্শনিক চিন্তার বিবর্তন ধারা রয়েছে তার একটি অংশ উপস্থাপন করার চেষ্টা করব। অর্থাৎ আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হবে হুসার্ল কিভাবে গাণিতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অভ্যস্ত হলেন এবং একই সঙ্গে কিভাবে মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বর্ণনাত্মক প্রভাসতত্ত্বে তাঁর চিন্তার উত্তরণ ঘটলো।

বীজশব্দ : বর্ণনামূলক মনোবিদ্যা, বর্ণনামূলক প্রভাসতত্ত্ব, প্রভাসতাত্ত্বিক বন্ধনীকরণ, বিষয়মুখীনতা, শুদ্ধ প্রভাসতত্ত্ব, শুদ্ধ চেতনা, পূর্বস্বীকৃতিশুন্য, কঠোর বিজ্ঞান।

ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত পাশ্চাত্য দর্শনকে যদি ভালোভাবে পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে তার একটা বড়ো অংশ মনোবিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। শুধু তাই নয় তার পাশাপাশি এই যুগ অনেকটা বৈজ্ঞানিক ভাবধারায় পরিচালিত হওয়ার চেষ্টাও করেছে। অর্থাৎ যুক্তিবাদী ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে গণিত এবং পদার্থবিজ্ঞানকে অনেকাংশে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যদি আরো সূক্ষ্মভাবে এই শতকের বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপটকে পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যাবে তাদের চিন্তাভাবনা অনেকাংশে অনুমানমূলক অধিবিদ্যক ভাবধারায় প্রভাবিত। এই শতাব্দীর হেগেল পর্যন্ত দার্শনিক আলোচনাকে আমরা বলে থাকি দর্শনের ইতিহাস (History of Philosophy)। এর পরবর্তী শতক অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য দর্শনকে যদি পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যাবে, এই শতাব্দীতে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দার্শনিক পর্যালোচনা হয়েছে – একটি হল বিশ্লেষনী দৃষ্টিভঙ্গি (Analytic Tradition) অর্থাৎ বিশ্লেষনী দর্শন (Analytic Philosophy), এক কথায় ভাষা দর্শন (Language Philosophy) যে মনোভাব নিয়ে আলোচনা করে তাই হল Analytic Tradition বা বিশ্লেষনী দৃষ্টিভঙ্গি এবং অপরটি হল মহাদেশীয় দৃষ্টিভঙ্গি (Continental Tradition), মহাদেশীয় বলতে ইউরোপ মহাদেশীয় দার্শনিক ভাবনার কথা বলা হচ্ছে। বিশ্লেষনী দৃষ্টিভঙ্গির মূল দার্শনিক বিষয় ছিল ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতির (Linguistic Method) মধ্য দিয়ে দার্শনিক বিশ্লেষণ এবং অপরদিকে মহাদেশীয় দৃষ্টিভঙ্গির (Continental Tradition) মূল দার্শনিক বিষয় হল প্রভাসতাত্ত্বিক পদ্ধতির (Phenomenological Method) মধ্য দিয়ে মূর্ত মানবীয় অভিজ্ঞতার (Lived human experience) দার্শনিক পর্যালোচনা। আর এই মহাদেশীয় দৃষ্টিভঙ্গির পুরোধা হলেন এডমুণ্ড হুসার্ল।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.04

জীবনের প্রথমদিকে তিনি গাণিতিক বিষয়ের চর্চায় মনোযোগী ছিলেন। শুধু তাই নয়, তার পাশাপাশি জ্যোতির্বিদ্যা (Astronomy) এবং পদার্থবিদ্যা (Physics)-র প্রতিও যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে ১৮৭৬ থেকে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত তিনি লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়, বার্লিন এবং ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোযোগ সহকারে চর্চা করেন, তবে এর মধ্যে গণিতের প্রতি আকর্ষণ বেশী থাকায় তিনি গণিত নিয়ে Ph.D. ডিগ্রিলাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'Contribution to the theory of the Calculus of Variation'। কিন্তু গণিত নিয়ে এত চর্চা করার পরও তিনি মনে করেছেন গাণিতিক সূত্র বা গাণিতিক বিষয় দ্বারা মৌলিক বা যথার্থ জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। তিনি মনে করেছেন জাগতিক বিষয়ে জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যার সম্মুখীন আমরা হই তার মৌলিক সমাধান করতে গাণিতিক সূত্র ব্যর্থ। যখন হুসার্ল গণিত শাস্ত্রের মৌলিক প্রত্যয় সম্পর্কিত ধারণার স্পষ্টতার অভাব উপলব্ধি করেন, তখনই তিনি গণিতশাস্ত্রের প্রতি আস্থা হারিয়ে ব্রেন্টানোর সান্নিধ্যে আসেন। তিনি ১৮৮৪ থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত ব্রেন্টানোর সান্নিধ্যে দার্শনিক বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। ব্রেন্টানো মূলত মনোবৈজ্ঞানিক ধারণার মধ্য দিয়ে জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করেন যৌক্তিক এবং গাণিতিক সকল প্রকার জ্ঞানের অর্থ আমরা মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই পেয়ে থাকি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে মনোবিদ্যার ধারণা প্রথম বিশেষ করে দেখা গিয়েছিল প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকদের (Positivist) মধ্যে, যার উৎস্যমুখ ছিলেন অগষ্ট কোঁত (August Comte)। শুধু তাই নয়, মনোবিদ্যার ওপর বিশেষ ভাবে আলোকপাত করেছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল। তিনি মনোবিদ্যাকে পরিপূর্ণ দর্শন গঠনের হাতিয়ার হিসাবে দাবি করেন। তিনি মনে করেন – "Psychology was to be proper level for the necessary reform of philosophy and for the reformation of scientific metaphysics."[১] অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত অধিবিদ্যার সংস্কার এবং দর্শনের সংশোধনের জন্য মনোবিদ্যার যথার্থত্ব প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যিক। এর থেকে তাঁর দাবিটি পরিস্কার, তাঁর মতে অধিবিদ্যা এবং দর্শনের পরিচালক মনোবিদ্যা। মনোবিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব তিনি সংশয়াতীত ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে ব্রেন্টানো দাবি করেছেন ঊনবিংশ শতকের দার্শনিক জেমস্ মিল, ফেক্‌নার, ভূণ্ড, লোৎজা প্রমুখ দার্শনিকবৃন্দ ছিলেন গতানুগতিক মনোবিদ্যার (Traditional Psychology) অনুসারী। তাদের মধ্যে কেউই মনোবিদ্যাকে বিশেষভাবে তুলে ধরতে পারেন নি। তিনিই প্রথম মনোবিদ্যাকে দার্শনিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক মনোবিজ্ঞান গঠন করার চেষ্টা করেছিলেন। ব্রেন্টানো তাঁর মনোবিদ্যার আলোচনায় যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করেছেন তা হল অভিজ্ঞতামূলক মনোবিদ্যা (empirical psychology), সেখানে কোন প্রকার অধিবিদ্যক প্রশ্ন নেই (metaphysical question)। তবে তাঁর এই অভিজ্ঞতামূলক মনোবিদ্যার ধারণা গতানুগতিক (Traditional) অর্থে নয়। এইরূপ অভিজ্ঞতামূলক ঘটনা (empirical

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

phenomena) থেকে সরে এসে তিনি তাঁর 'Psychology from an empirical standpoint' গ্রন্থে এক নতুন ধরনের মনোবিদ্যার কথা বলেন, যাকে তিনি বর্ণনামূলক মনোবিদ্যা (descriptive psychology) বলেছেন, যা মূলত আন্তঃপ্রত্যক্ষণের (Inner perception) মধ্য দিয়ে এইরূপ নতুন ধরনের অভিজ্ঞতার ধারণা হয়ে থাকে।

এখন ব্রেন্টানোর দার্শনিক ভাবনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। কারণ হুসার্ল, ব্রেন্টানোর দ্বারা প্রভাবিত হয়েই দার্শনিক আঙিনায় পথ চলা শুরু করেছিলেন। ব্রেন্টানো মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিকে পুনর্গঠন করতে গিয়ে জোরালোভাবে দাবি করেন যে সমকালীন দর্শনে Psychic acts তথা মানসিক ঘটনার স্বরূপ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাঁর মতে মানসিক ঘটনাতে বাস্তব অস্তিত্ব (Actual existence) প্রতিস্থাপিত হয়। অর্থাৎ তিনি মনে করেন জাগতিক ঘটনা আমাদের মনের নিজস্ব আলোকে মানসিক ঘটনারূপে ধরা দেয়। তিনি এইরূপ মানসিক ক্রিয়াকে বার্কলের ভাষায় বলেছেন "esse est percipi" অর্থাৎ অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর। তিনি আরিস্টটলকে অনুসরণ করে বলেন, মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা যে কোন বিষয়কে নিশ্চিত করে সরাসরিভাবে উপলব্ধি করা যায়, এই ধরণের উপলব্ধিকে বলা যায় 'evidenz' অর্থাৎ স্বপ্রমাণ (Self-evidence), যার দ্বারা আমরা মানসিক প্রকৃতির স্বরূপকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারি। এইরূপে মানসিক প্রকৃতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করাকে তিনি বর্ণনামূলক মনোবিজ্ঞান বলেছেন। তিনি মনে করেন মনোবিজ্ঞান হল এমন এক প্রকার বিজ্ঞান যা কঠোরতর বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যার কাজ হবে মানসিক ক্রিয়া ও তার গঠন সংক্রান্ত বর্ণনা দেওয়া। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান হল মানসিক ঘটনার বর্ণনামূলক আলোচনা। তিনি তাঁর "Psychology from an empirical standpoint" গ্রন্থে এক নতুন বিষয়ের অবতারনা করেন, যেটি হবে Scientific এবং empirical কিন্তু Non-Physiological Psychology, অর্থাৎ শারীরবিদ্যক (Physiological) বিষয় থেকে সরে এসে তিনি অভিজ্ঞতার দৃষ্টিভঙ্গিতে মনোবিদ্যাকে উপস্থাপন করেন। ব্রেন্টানো দাবি করেন, "Descriptive psychology will provide the necessary grounding for genetic or casual psychology and for others sciences including logic, aesthetic, political economy, sociology"[২] অর্থাৎ বর্ণনামূলক মনোবিদ্যা হল Genetic মনোবিদ্যা, তর্কবিজ্ঞান, সৌন্দর্য বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিদ্যাসহ অপরাপর বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি স্বরূপ। তিনি এই প্রকার মনোবিদ্যাকে গণিতের মত প্রকৃত বিজ্ঞান হিসাবে দাবি করেন। তবে তিনি Genetic or physiological psychology-র ভিত্তিভূমি হিসাবে বর্ণনামূলক মনোবিদ্যার কথা বললেও Genetic or physiological psychology-কেও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বলেন genetic or physiological psychology হল দেহ এবং মনের এক প্রকার সম্বন্ধ। তাঁর মতে genetic psychology-র দ্বারা যা আবিস্কার হয় তা হল, আমাদের intentional phenomena এক

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.04

প্রকার Physico-chemical substratum অর্থাৎ দৈহিক ক্রিয়ার দ্বারা মানসিক অভিমুখিনতা ঘটে থাকে। এখানে যা বলতে চাওয়া হচ্ছে তা হল আমাদের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার দ্বারা যে মানসিক অভিমুখিনতার সৃষ্টি হয়, সেই মানসিক বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া কেবল মনোবিদ্যার কাজই নয়; কিংবা একই সময়ে একাধিক মানসিক অবস্থার সহাবস্থিতি (Co-existence) ব্যাখ্যা করা নয়। মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ব্রেন্টানো মনে করেছেন যে বর্ণনামূলক মনোবিজ্ঞান হল এক প্রকার নতুন বিজ্ঞান, যেখানে অভিজ্ঞতামূলক এবং অভিজ্ঞতাপূর্ব বিষয়ের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। প্রথমদিকে ব্রেন্টানোর দার্শনিক অনুসন্ধান ছিল পুরোপুরি অভিজ্ঞতামূলক, তাই তিনি ঘোষণা করেছেন, "my psychological standpoint is empirical, experience alone is my teacher"[৩]। অর্থাৎ তিনি অভিজ্ঞতাকেই মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির একমাত্র আদর্শ হিসাবে দাবি করেছিলেন। তাই তিনি বলেছেন, "যেমনভাবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বাহ্য প্রত্যক্ষের মাধ্যমে বিষয়ের গুণাবলীকে পর্যালোচনা করে, ঠিক তেমনি মনোবিজ্ঞান আন্তঃপ্রত্যক্ষের মাধ্যমে চেতনার ধর্মগুলিকে পর্যালোচনা করে"। ব্রেন্টানো তাঁর বর্ণনামূলক মনোবিজ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে আন্তঃপ্রত্যক্ষন-কে (Inner Perception) অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই ব্রেন্টানো মনে করেন কোন ঘটনার (Phenomena) মনোবৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আন্তঃপ্রত্যক্ষন হল মূল চাবিকাঠি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে তিনি আন্তঃপ্রত্যক্ষন-কে গুরুত্ব দিলেও আন্তঃপর্যবেক্ষন-কে (inner observation বা introspection) গুরুত্ব দেননি। যদিও উনবিংশ শতকে মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় আন্তঃপর্যবেক্ষন-কে (introspection বা self-observation) বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমানেও অনেক দার্শনিক তাঁদের দার্শনিক আলোচনায় আন্তঃপর্যবেক্ষন-কে গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু ব্রেন্টানো এবং হুসার্ল উভয়ই দার্শনিক তাঁদের মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় Traditional introspective psychological ধারণাকে অস্বীকার করেছেন। 'Inner Perception' বা 'inner sense' হল এক প্রকার 'self-conscious', যার দ্বারা আমরা আমাদের নিজেদেরকে উপলব্ধি করতে পারি। তাই এই প্রকার ধারণাকে self-evident বা self-transparent বলা হয়েছে। তবে আমরা আমাদের নিজস্ব চিন্তাকে যেমন সরাসরিভাবে জানতে পারি, তেমনি অন্যান্যদের আন্তঃপ্রত্যক্ষন-কেও পরোক্ষভাবে জানতে পারি, বর্ণনামূলক মনোবিদ্যার মধ্য দিয়ে যে সার্বিক চিন্তনের (universal thought) কথা বলা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হল নিজস্ব মানসিক অবস্থাকে উপলব্ধির পাশাপাশি অন্যান্য ব্যক্তির মানসিক অবস্থাকেও নিজের চেতনায় উপলব্ধি করা। এই বিষয়টি হুসার্লের কাছে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই এই বিষয়টিকে তিনি আন্তঃব্যক্তিকতা (inter-subjectivity) এবং সমানুভূতি (empathy)-র মধ্যদিয়ে সমাধান করেছেন। তবে হুসার্ল ব্রেন্টানোর কাছ থেকে পুরোপুরি এই বিষয়টি গ্রহণ করেন নি।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.04

ব্রেন্টানো তাঁর মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় বলেন, মনোবিজ্ঞানের প্রথম কাজ হল আমাদের চেতনায় সরাসরি কি প্রদত্ত হয় তার সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং যে বিষয়টি প্রদত্ত হয় তা আত্ম উপলব্ধি করা। এই প্রকার বিজ্ঞান কতকটা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতোই। কারণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে প্রথমে পদার্থকে স্বীকার্য সত্যরূপে গ্রহণ করা হয় এবং তারপর তার সম্পর্কে প্রকল্প গঠন করা হয়। তাঁর মতে পদার্থ বিজ্ঞানের দ্বারা আলোচিত বিষয়গুলি চেতনার বাইরে থাকে। তাই সেই বিষয়কে সরাসরিভাবে স্বজ্ঞার (intuition) দ্বারা বিচার করতে পারি না। অর্থাৎ সেই বাহ্য বিষয়ের স্বরূপ আবিষ্কার করতে পারি না। কিন্তু মনোবিদ্যার বর্ণনামূলক আলোচনায় যে বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়, তা হল চিন্তনের বিষয়। যেমন – ধারণা, অবধারণ, ইচ্ছা, আকাঙ্খা প্রভৃতি বিষয় যেগুলিকে আমরা সরাসরি উপলব্ধি করি। কিন্তু বাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে যে বিষয় আমাদের চেতনায় উপস্থিত হয়, সেই বিষয় বাস্তব বিষয়ের সঙ্গে অনেক সময় খাপ খায় না। অর্থাৎ বাস্তব বিষয় স্বতন্ত্র হয়ে থাকে চেতনার বিষয় থেকে, কারণ ইন্দ্রিয় প্রদত্ত বিষয়ের গুণাবলীর সঙ্গে বাহ্যবস্তুর কাঠামোর সামঞ্জস্য থাকে না। এর ফলে প্রকৃত বস্তুর গতি, স্থিতি, আকার, এবং কাঠামো সম্পর্কে এক বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশ পেয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে ব্রেন্টানো দার্শনিক মার্ক (Mach) এবং কোঁত (Comte)-র মতকে উল্লেখ করে বলেন আমরা জাগতিক বস্তুকে জানতে পারি আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন জাগতিক বস্তুর প্রকৃত স্বরূপকে জানতে পারি না, অর্থাৎ পার্থিব বস্তুর যথার্থ অভিজ্ঞতা আমাদের হয় না। আমরা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার দ্বারা জাগতিক বস্তুর সত্যতা বলতে কেবল relative truth বা আপেক্ষিক সত্যতাকে বুঝি। অর্থাৎ ব্রেন্টানোর মত অনুযায়ী পদার্থ বিজ্ঞান কেবল কোন বিষয়ের বাস্তব অবস্থা এবং আমাদের ইন্দ্রিয় সংবেদনের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে এবং আমরা জাগতিক বিষয়ের অস্তিত্ব এবং তার স্বরূপ অনুমান করি মাত্র। কিন্তু বিপরীত দিকে আমাদের মানসিক ঘটনা (mental phenomena) নিজস্ব হওয়ায়, আমরা সেই বিষয়গুলির সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ পাই।

ব্রেন্টানো তাঁর "Psychology from an empirical standpoint" গ্রন্থে চেতনার বিষয়ের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ হওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের কথা উল্লেখ করেছেন তা হল 'intentionality' বা 'বিষয়মুখীনতা', তবে এই শব্দটির জনক তিনি নন, তিনি এই শব্দটি গ্রহণ করেছিলেন 'medieval scholasticism' থেকে। অর্থাৎ মধ্যযুগীয় দার্শনিক মতবাদে 'intention' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করেন। ব্যাপক অর্থে এই 'intention' শব্দটির অর্থ হল যে কোন প্রকার বিষয়ের বা বিষয়গততার সঙ্গে সম্বন্ধ, যা আমাদের অভিজ্ঞতার দ্বারা সম্ভব হয়। যেমন – ইচ্ছা (willing), আকাঙ্খা (desire), শুভেচ্ছা (wishing) প্রভৃতি ক্রিয়া হল মানসিক ক্রিয়া, যা আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার দ্বারা এই সমস্ত বিষয় উপলব্ধি করি। তবে এই 'intention' শব্দটি মধ্যযুগীয় দর্শনে যে অর্থে প্রকাশ পেয়েছে তা স্পষ্ট নয়, তাই ব্রেন্টানো এই

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.04

'intention' শব্দটির পরিবর্তে ব্যবহার করেছেন 'intuitional object' অর্থাৎ অভিমুখি বস্তু বা বিষয়। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ব্রেন্টানো দুটি বিষয়ের কথা বলেছেন তা হল, মানসিক ঘটনা (Psychical phenomena) এবং জাগতিক ঘটনা (Physical Phenomena) অর্থাৎ ব্রেন্টানো চেতনার অভিমুখি বিষয়কে দুটি দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন – "he told that everything psychical is characterized by that which the scholastics called the intentional, or mental, 'inexistence' of an object, and which he called the relation to an object or immanent objectivity"[8] অর্থাৎ সবকিছুই মনোবৈজ্ঞানিক, একথা বলতে তাই বোঝায় মধ্যযুগীয় স্কলাসটিক দার্শনিকেরা যাকে বিষয়মুখী অথবা মানসিক অথবা বস্তুর কেবল চেতনাভিত্তিক বাস্তবতা এবং যাকে তিনি বলেছেন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক অথবা জাগতিক বাস্তবতা। অর্থাৎ তাঁর মতে সবকিছুই মনোবৈজ্ঞানিক একথার অর্থ স্কলাসটিক দার্শনিকদের মতোই যা বিষয়াভিমুখী বা মনোবৈজ্ঞানিক কেবল চেতন সত্তার অস্তিত্বশীল এই বিষয়ের সাথে তুলনীয় এবং একেই তিনি জাগতিক বিষয়ের সম্পর্ক বলে অভিহিত করেছেন। আসলে ব্রেন্টানো জাগতিক ঘটনা এবং মানসিক ঘটনার সঙ্গে পার্থক্যের বিষয়টি উপস্থাপিত করতে গিয়ে বলেছেন যে, মানসিক ঘটনা আসলে স্কলাসটিক দার্শনিকদের ভাবনা প্রসূত চেতনার বিষয়। তবে এই চেতনার বিষয় কেবল চেতনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সেই চেতনা বাস্তব বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন medieval scholastic দর্শনে 'intentional' বা 'mental in existence' দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ পাই তাই হল মানসিক ঘটনা (psychical phenomena)–র আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য এবং এক্ষেত্রে মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধকে তিনি 'immanent objectivity' বলেছেন।

ব্রেন্টানো তাঁর বর্ণনামূলক মনোবিদ্যার আলোচনায় বিষয়মুখীনতাকে (Intentionality) গুরুত্ব দিয়েছেন মূলত মানসিক (psychical) এবং জাগতিক ঘটনার (physical phenomena) পার্থক্যকরণের মধ্য দিয়ে। তবে এই পার্থক্যকরণের ধারণা তিনি পেয়েছিলেন বিশ্লেষণী দার্শনিক রডরিখ চিজম্-র (Ruderich Chishlom) কাছ থেকে, যিনি তাঁর বিষয়মুখীনতার ধারণায় মানসিক ঘটনার (mental phenomena) স্বরূপ আলোচনায় জাগতিক ঘটনা (Physical Phenomena) থেকে পৃথক করেছেন। এই প্রসঙ্গে ব্রেন্টানো তাঁর উক্ত বক্তব্যের সপক্ষে দেকার্ত, স্পিনোজা, কান্ট প্রমুখ দার্শনিকদের দেহ-মন সম্পর্কীত তত্ত্বের কথা বলেছেন। যেমন – দেকার্ত, স্পিনোজা, কান্ট প্রমুখ দার্শনিক তাঁদের দেহ-মন সম্পর্কিত তত্ত্বের আলোচনায় জাগতিক বিষয়ের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিস্তৃতি (extension) এবং স্থানকে (spatial) গুরুত্ব দিয়েছেন এবং মানসিক বিষয়ের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিস্তৃতিহীন বিষয়কে (unextension) গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু ব্রেন্টানো তাঁদের যুক্তির মধ্যে অসংগতি লক্ষ্য করেছেন। তিনি মনে করেন কিছু মানসিক ঘটনার

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.04

মধ্যে বিস্তৃতিকে পাই, আবার কিছু জাগতিক ঘটনার মধ্যে বিস্তৃতিকে পাই না। যেমন মানসিক ঘটনার (mental phenomena) ক্ষেত্রে “I locate anger in the lion, a pain in my foot”, অর্থাৎ সিংহের ক্রোধ চিহ্নিত করতে পারি, পায়ের যন্ত্রনার স্থানটিকে চিহ্নিত করতে পারি প্রভৃতি আবার বিস্তৃতিহীন জাগতিক ঘটনার (physical phenomena) ক্ষেত্রে “hearing a noise, experiencing a smell”[৫] অর্থাৎ শব্দ শোনা, গন্ধ পাওয়া, ইত্যাদিকে নির্দেশ করতে পারি, কাজেই উক্ত বক্তব্যের অসংগতি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মতে মানসিক ঘটনা প্রত্যক্ষিত হয় আন্তর প্রত্যক্ষের দ্বারা এবং জাগতিক ঘটনা প্রত্যক্ষিত হয় বাহ্য প্রত্যক্ষের দ্বারা। তিনি মনে করেন জাগতিক ঘটনার বিষয় আপাতভাবে অস্তিত্বশীল অর্থাৎ বাহ্যিক বিষয়ের চেতনার বিষয়মুখীনতায় বিষয়টি আপাতভাবে অস্তিত্বশীল (merely existent), কিন্তু মানসিক ঘটনার বিষয় বাস্তব অস্তিত্বশীল অর্থাৎ আন্তর বিষয়ের চেতনার বিষয়মুখীনতায় বিষয় বাস্তবভাবে অস্তিত্বশীল (actual existence)। অর্থাৎ তিনি মনে করেছেন জাগতিক ঘটনার বিষয় কেবলমাত্র Phenomenally এবং intentionally অস্তিত্বশীল, Actually বা বাস্তবভাবে নয়। অর্থাৎ যখন আমরা কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যকে দেখি, তখন সেই দৃশ্যটি হবে জাগতিক ঘটনার বিষয়, অর্থাৎ যখন আমরা আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা কোন বিষয় উপলব্ধি করি, তখন সেই বিষয়গুলি হবে জাগতিক ঘটনার বিষয়। অপরদিকে আকাঙ্খা, আনন্দ, জ্ঞান প্রভৃতি আন্তর বিষয়গুলি মানসিক ঘটনার বিষয়। কিন্তু ব্রেন্টানোর বক্তব্যকে ভালোভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বিষয়টি এত সহজ ব্যাপার নয়। কারণ ব্যাপক অর্থে যদি বিষয়মুখীনতাকে পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে প্রত্যেক ঘটনাই আন্তঃপ্রত্যক্ষনের (inner perception) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এই কারণে ব্রেন্টানো তাঁর বর্ণনামূলক মনোবিজ্ঞানে বলেছেন “All Phenomena Should be called inner”[৬] অর্থাৎ সমস্ত ঘটনায় আন্তঃপ্রত্যক্ষণের বিষয়। তাঁর মতে এই দুই প্রকার ঘটনা চেতনাতে একসঙ্গে ঘটে থাকে, তবে জ্ঞান গঠনের ক্ষেত্রে প্রথমে জাগতিক ঘটনা সরাসরি চেতনাতে প্রতিফলিত হয়, তার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ বিষয়ের মানসিক ক্রিয়া ঘটতে শুরু করে। যেমন বাহ্য প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে আমি যখন বর্ণ প্রত্যক্ষ করছি, কোন স্বর শুনছি, বা কোন গন্ধ শুঁকছি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উক্ত বিষয়ের জাগতিক ঘটনা চেতনাতে সরাসরি ক্রিয়া করে, আর যখন বিশেষ বিষয়টি সম্পর্কে আমার ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা হচ্ছে তখন ঐ বিষয়টি সম্পর্কে মানসিক ক্রিয়াকে বা পদ্ধতিকে মানসিক ঘটনা বলে। অর্থাৎ দেখার ক্রিয়াকে বা শোনার ক্রিয়াকে বলা হচ্ছে মানসিক ঘটনা (mental phenomena) আর ঐ দেখার বা শোনার বিষয়কে বলা হচ্ছে জাগতিক ঘটনা (physical phenomena)। এই পুরো বিষয়টি একসঙ্গে ঘটে থাকে, পৃথকভাবে নয়। কাজেই জাগতিক ঘটনা এবং মানসিক ঘটনার মধ্যে পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য করা যাবে না, বিষয়গত দিক দিয়ে পার্থক্য করা যেতে পারে। এইভাবে ব্রেন্টানো মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.04

Brentano তাঁর দার্শনিক জীবনে বিভিন্ন ছাত্রকে দর্শনের আলোকে প্রভাবিত করেছিলেন। তাঁর সেই সমস্ত ছাত্রগণদের মধ্যে কেউ কেউ দার্শনিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন, যেমন Anton Marty (1847-1914), তিনি জ্ঞানতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের এক রূপরেখা দিয়েছিলেন, Carl Stumpf (1948-1936), তিনি ব্রেন্টানোর বর্ণনামূলক মনোবিজ্ঞানের বিকাশে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, Alexious Meinong (1853-1920), তিনি 'theory of objects'-র উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। Alois Hofler (1853-1922) তিনি যুক্তিবিজ্ঞান এবং বর্ণনামূলক মনোবিজ্ঞান বিষয়ে আলোকপাত করেছিলেন। Kasimir Twardowski (1868-1938), তিনি অধিবিদ্যা এবং ভাষাতাত্ত্বিক দর্শনের উপর আলোকপাত করেছিলেন, তাঁকে বলা হয় 'the father of Polish Philosophy'। Christion Von Ehrenfels (1859-1932), তিনি Gestalt Psychology-র জনক ছিলেন। Thomas Masaryk (1850-1937) তিনি দার্শনিকের পাশাপাশি Czechoslovakia-র President নির্বাচিত হয়েছিলেন, এছাড়া Sigmund Freud-কে সরাসরি ব্রেন্টানোর ছাত্র বলা না গেলেও তিনি ব্রেন্টানোর দর্শনের দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। সবশেষে আমরা পেয়ে থাকি Edmund Gustav Albrecht Husserl (1859-1938)-কে, যিনি প্রভাসতত্ত্বের (Phenomenology) ধারণাকে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন এবং তাঁর বিকাশে তিনি তাঁর সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেছেন।

এখন আলোচনা করব কীভাবে হুসার্ল তাঁর দার্শনিক ভাবনায় মনোবিদ্যা থেকে বর্ণনামূলক প্রভাসতত্ত্বে উত্তরণ ঘটিয়েছেন। হুসার্লের দর্শনকে পর্যালোচনা করতে হলে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে পর্যালোচনা করতে হয়। কারণ তাঁর দার্শনিক চিন্তার বিকাশ তাঁর বিভিন্ন লেখণির মধ্য দিয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া হুসার্লের দর্শন চিন্তার বিবরণ এতটাই জটিল যে সরাসরিভাবে বিষয়কে ব্যক্ত করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে মনে রাখতে হবে হুসার্ল নিজে কোন পর্যায় করে যাননি। আমাদের বোঝার সুবিধার্তে বিভিন্ন দার্শনিক হুসার্লের দার্শনিক চিন্তাকে বিভিন্ন পর্যায় আকারে ব্যক্ত করেছেন। তবে এই পর্যায় একরকমভাবে ব্যাক্ত হয়নি, বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে পর্যায়কে ব্যাক্ত করেছেন। যেমন হুসার্লের সহকারি Eugen Fink হুসার্লের দার্শনিক চিন্তনের বিকাশকে তিনটি পর্যায়ে ব্যাক্ত করেছেন। যথা – মনোবিদ্যা এবং তার খন্ডন (Psychologism and its refutation) (1887-1900), বর্ণনামূলক প্রভাসতত্ত্ব (Descriptive Phenomenology) (1901-1912) এবং অধিজাগতিক প্রভাসতত্ত্ব (Transcendental Phenomenology) (1913-1928)। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারেরা আর একটি পর্যায়কে এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন, তাহল জীবন-জগৎ তত্ত্ব (The Phenomenology of the life-world) (1928-1938)। কিন্তু দার্শনিক জীতেন্দ্র নাথ মোহান্তি (J. N. Mohanty) এইরূপ পর্যায়করণকে মেনে নেননি। কারণ তিনি মনে করেন এইভাবে পর্যায়করণের মধ্যে অসংগতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত: হুসার্লের লেখনীকে কেন্দ্র করে তাঁর

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

দার্শনিক চিন্তনের বিকাশ পর্যালোচনা যথাযথ নয়। দ্বিতীয়ত: 'Psychologism, essentialism এবং Transcendental idealism or the life-world' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে হুসার্লের দার্শনিক ধারণাকে ব্যাখ্যা করলে হুসার্লের বহুমুখী চরিত্র বা জটিলতা বা তাঁর উদ্দেশ্যকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা যায় না। তৃতীয়ত: এইভাবে পর্যায়করণকে অনেকটা রূপান্তরকরণের (Conversion) মত বোঝায়। কিন্তু 'Conversion'-র অর্থ হল একটি ধর্ম থেকে আর একটি ধর্মে প্রত্যাবর্তন করা। যেমন – আম্বেদকর শেষ জীবনে হিন্দুধর্ম থেকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন, এটা এক প্রকার ধার্মিক রূপান্তরকরণ (religious conversion)। কিন্তু হুসার্লের দার্শনিক চিন্তনকে 'conversion' বলা যায় না। কারণ তাঁর দার্শনিক চিন্তনের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা ছিল। তাই J. N. Mohanty তাঁর "Development of Husserl's thought" লেখনীতে হুসার্লের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানকে কেন্দ্র করে চারটি পর্যায়ের কথা বলেন, যথা –

১. হালে পর্যায় (The Halle Period) (1886-1900)
২. গেটিংগেনে পর্যায় (The Gottingen Period) (1900-1916)
৩. ফ্রাইবুর্গ পর্যায় (The Freiburg Period) (1916-1928)
৪. অবসরকালীন ফ্রাইবুর্গ পর্যায় (The Freiburg Period of the retirement) (1928-1939)

এছাড়া আমরা Herbert Spiegelburg-র "Phenomenological Movement: A Historical Introduction" লেখনীর মধ্য দিয়ে হুসার্লের দর্শন চিন্তার বিকাশ সম্পর্কে জানতে পারি। তিনি চারটি পর্যায়ের কথা বলেছেন। যথা –

১. প্রাক প্রভাসতাত্ত্বিক স্তর (Pre-Phenomenological Stage)
২. প্রভাসতত্ত্বের প্রারম্ভিক স্তর (The stage of beginning of Phenomenology)
৩. অধিজাগতিক স্তর (The stage of Transcendental Phenomenology)
৪. জীবন-জগৎস্তর (The stage of Genetic Phenomenology or the Phenomenology of the life-world)

এইভাবে বিভিন্ন দার্শনিক কর্তৃক হুসার্লের দার্শনিক চিন্তনের পর্যায়করণকে কেন্দ্র করে আমরা হুসার্ল সম্পর্কে যথাযথ ধারণা গঠন করতে পারি। প্রত্যেকটি দার্শনিকের লেখণিকে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তাঁদের পর্যায়করণের মধ্যে যে বিষয় প্রকাশ পেয়েছে তা মোটামুটি একইরকম। প্রথমেই যে বিষয়টা প্রকাশ পেয়েছে তা হল প্রথমদিকে হুসার্লের ব্রেন্টানোর দ্বারা মনোবিজ্ঞানের (psychologism) প্রতি আকর্ষন এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানকে খণ্ডন। এই সময় তিনি তাঁর প্রথম গ্রন্থ "The Philosophy of Arithmetic" লিখেন মনোবজ্ঞানকে কেন্দ্র

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.04

করে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে তাঁর অপর এক যুগান্তকারী গ্রন্থ "Logical Investigation – Vol. I" এ মনোবিজ্ঞানকে খণ্ডন করেন। তারপর যে বিষয়টা প্রকাশ পেয়েছে তা হল হুসার্লের প্রতিভাসবিজ্ঞানের ভাবনা, সেখানে তিনি "Logical Investigation – Vol. II" তে বর্ণনামূলক মনোবিজ্ঞান (Descriptive Phenomenology) আবিষ্কার করেন। এরপর তাঁর দর্শনের মূল উদ্দেশ্য প্রকাশ পেয়েছে অধিজাগতিক প্রভাসতত্ত্বের (Transcendental Phenomenology) মধ্য দিয়ে, যা তাঁর অন্যতম গ্রন্থ "Ideas" এ প্রকাশ পায়, শেষ পর্যায়ে প্রকাশ পেয়েছে হুসার্লের শেষ জীবনের দার্শনিক ভাবনা 'জীবন-জগৎ সম্পর্কিত প্রভাসতাত্ত্বিক আলোচনা' (The Phenomenology of the life-world or the Genetic Phenomenology), যা তিনি তাঁর "The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology"-তে প্রকাশ করেন।

আমরা দেখলাম প্রথম পর্যায়ে হুসার্লের মনোবিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষন, তবে এই আকর্ষন অনেক পরবর্তী ক্ষেত্রে এসেছে। কারণ হুসার্ল প্রধানত একজন গণিতের ছাত্র ছিলেন। তিনি 'Carl Weierstrass'-র সান্নিধ্যে Pure Mathematics-র চর্চায় মনোনিবেশ করেন। কিন্তু এই Pure Mathematics–র কিছু সমস্যা তাকে বিবৃত করে এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রেও কিছু সমস্যার সম্মুখীন হন। এইরূপ সমস্যার সমাধানার্থে তিনি তৎকালীন প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক এবং মনোবিজ্ঞানী 'Franze Brentano'–র নিকট আসেন এবং তাঁর বক্তব্য দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন। ব্রেন্টানোর মনোবিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি তাঁর গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে উদ্যত হন। ব্রেন্টানোর মনোবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য ছিল যেহেতু প্রত্যেকটি কাজের ক্ষেত্রে আমাদের চিন্তা করতে হয়, এমনকি কোন কিছুকে অস্বীকার করতে গেলেও আমাদেরকে চিন্তা করতে হয়, অর্থাৎ কি সদর্থক বা নঞর্থক প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই চিন্তন ক্রিয়া ছাড়া সম্ভব নয়। যেহেতু বলা যায় প্রত্যেকটি বিজ্ঞানসম্মত বা অবিজ্ঞানসম্মত কাজের পিছনে আমাদের মনস্তত্ত্ব বা মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হয়। এইজন্য তিনি মনোবিজ্ঞানকে সমস্ত বিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্ত্ব বলে স্বীকার করেছেন। ব্রেন্টানোর এইরূপ মনোবিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি তাঁর পাটিগণিতের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করলেন, তিনি একটি বই লিপিবদ্ধ করেন, সেটি হল "The Philosophy of Arithmetic"। এই বইটি লেখার পূর্বে তিনি পাটিগণিতের সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি একটি "Habilitation Thesis" লিখেন দার্শনিক Stumpf-র তত্ত্বাবধানে, সেটি হল "On the Concept of Number: Psychological Analysis"। কাজেই পাটিগণিতের সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন। তাই এই সংখ্যাতত্ত্বকে কেন্দ্র করেই তিনি মনোবিজ্ঞানের আলোকে "The Philosophy of Arithmetic" গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করেন। এখানে তিনি দাবি করেছেন গণিত এবং যুক্তিবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি হল মনোবিজ্ঞান। পাটিগণিতের মৌলিক উদ্ভাবনে oneness, plurality, unity, number প্রভৃতি

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.04

বিষয়কে যেগুলি আমাদের অভিজ্ঞতায় সরাসরিভাবে উদ্ভাবিত হয় সেগুলিকে মনোবিজ্ঞানের প্রশ্নের আলোকে বিশ্লেষণ করেন। তিনি মনে করেন গণিতের সংখ্যাতত্ত্বে আমরা মূলত সাংকেতিক বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকি। তাই এই সাংকেতিক ধারণা বিষয়েও প্রশ্ন ওঠে। তিনি মনোবিজ্ঞানের আলোকে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তবে এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন সংখ্যাতত্ত্বের ধারনা এমন নয় যে মনোবিজ্ঞানসম্মত কাজকর্মের স্বরূপ উদ্ভাবন করা। তিনি সংখ্যার স্বরূপকে উদ্ভাবন করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন এটা যুক্তিসম্মত ধারণা যে সংখ্যাকে কখনো প্রত্যক্ষ করা যায় না। বিভিন্ন বস্তুর প্রত্যক্ষের মাধ্যমে চেতনায় সংখ্যার ধারণার উদ্ভব হয়। কিন্তু তিনি মনে করেন যে বিভিন্ন বস্তুর মাধ্যমে সংখ্যার জ্ঞানের মধ্যে সংখ্যা নিজে কি তা বোঝা যায় না। কেবল আমাদের চেতনায় সংখ্যার সারসত্তার উপস্থাপনের মধ্য দিয়েই আমরা সংখ্যাকে বুঝতে পারি। এছাড়া তিনি গণিতের পাশাপাশি যুক্তিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও মনোবিজ্ঞানকে ভিত্তি হিসাবে দাবি করেছেন। কারণ তিনি বলেছেন "Science of logic and mathematics are ultimately reducible to the sciences of psychology"[৭] অর্থাৎ যুক্তিবিজ্ঞান এবং গনিত উভয়কেই চূড়ান্ত পর্যায়ে মনোবৈজ্ঞানিক হতে হবে। যুক্তিবিজ্ঞান প্রসঙ্গে তিনি বলেন আমরা যখন কোন কিছু সম্পর্কে অবধারণ করি (Judgement) বা কোন অনুমান করি (Inference), সেক্ষেত্রে আমাদের চিন্তন পদ্ধতির উপর নির্ভর করতে হয়, আর চিন্তন করা অর্থই হল মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হওয়া। কাজেই বলা যায় যুক্তিবিজ্ঞানের ভিত্তি হল মনোবিজ্ঞান।

আমরা দেখলাম যে মনোবিজ্ঞানের দ্বারাই যুক্তিবিজ্ঞান এবং গণিতকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বিশেষ করে যুক্তিবিজ্ঞানের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞান আবশ্যক। কারণ যুক্তিবিজ্ঞানের আলোচনার অর্থই হল মনোবৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা করা। এই প্রকার মনোবৈজ্ঞানিক পর্যালোচনাকে 'Michael Sukale' তাঁর "Comparative Study in Phenomenology" প্রবন্ধে দুইভাবে ভাগ করেছেন যথা সবল অর্থে মনোবিজ্ঞান (Strong Logical psychology) এবং দুর্বল অর্থে মনোবিজ্ঞান (Weak Logical Psychology)। সবল অর্থে মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যৌক্তিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে মানব চিন্তন পদ্ধতি আবশ্যিক এবং পর্যাপ্ত শর্তরূপে কাজ করে। অর্থাৎ কোন যৌক্তিক নীতির অর্থ বিশ্লেষন করার অর্থ হল মানবিক চিন্তন পদ্ধতির প্রয়োগ করা। কাজেই যৌক্তিক নীতি বিশ্লেষণ এবং মানবীয় চিন্তন এক প্রকার সমার্থক। অপরদিকে দুর্বল অর্থে যৌক্তিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে মানবীয় মনোবৈজ্ঞানিক চিন্তন পদ্ধতি কেবল আবশ্যিক শর্তরূপে কাজ করে, পর্যাপ্ত শর্তরূপে নয়। অর্থাৎ যৌক্তিক নীতির অর্থ বিশ্লেষনে মানবীয় চিন্তন পদ্ধতি আংশিক শর্তরূপে কাজ করে, কাজেই এক্ষেত্রে যৌক্তিক অনুসন্ধান করা মানেই মানবীয় চিন্তন পদ্ধতি সমার্থক নয়। তবে চিন্তন পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। এক্ষেত্রে 'Michel Sukale'-র মনোবৈজ্ঞানিক চিন্তন পদ্ধতির ধারণকে

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.04

কেন্দ্র করে হুসার্লের মনোবৈজ্ঞানিক ভাবনাকে দুর্বল অর্থে প্রযুক্ত ভাবনা বলা যেতে পারে কারণ হুর্সাল মনোবিজ্ঞানকে যুক্তিবিজ্ঞানের অনুসন্ধানের পর্যাপ্ত শর্তরূপে দাবি করেন নি, তবে যুক্তিবিজ্ঞানের বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি অস্বীকার করেন নি।

হুসার্ল মনোবিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে "The Philosophy of Arithmetic" গ্রন্থটি লেখার মধ্য দিয়ে মনে করেছিলেন গাণিতিক এবং যৌক্তিক সমস্যার সমাধান কিছুটা হলেও সম্ভব হয়েছে। তিনি মনোবিজ্ঞানের আলোকে দাবি করেছেন যুক্তিবিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত মনোবিজ্ঞানের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। শুধু তাই নয় গণিতের ক্ষেত্রে তিনি বলেন, গাণিতিক বিষয় বিশেষ করে পাটিগনিতের বিষয় পর্যালোচনার ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক ধারণা পর্যাপ্ত শর্তরূপে কাজ না করলেও আবশ্যিক শর্তরূপে কাজ করে। অর্থাৎ গণিত পর্যালোচনার ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক ধারণা আবশ্যিকভাবে প্রয়োজন পড়ে। কারণ যুক্তিবিজ্ঞান বা গণিতবিজ্ঞান এমন বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করে যা চিন্তন পদ্ধতি ছাড়া অসম্ভব। সেই কারণে মনোবিজ্ঞানকে সমস্ত বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি বলা যায় কিন্তু যখন তিনি তাঁর গ্রন্থটি তৎকালিন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ এবং দার্শনিক গটলব ফ্রেগের কাছে 'Review' করার জন্য পাঠান, তারপর থেকেই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। দার্শনিক ফ্রেগে গ্রন্থটি পর্যালোচনা করতে গিয়ে কঠোরভাবে সমালোচনা করেন। তিনি সর্ব মনোবৈজ্ঞানিকতার দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিতে পারেন নি। তিনি তাঁর "Foundation of Arithmetic" প্রবন্ধের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হুসার্লের "The Philosophy of Arithmetic" গ্রন্থটি পর্যালোচনা করেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যুক্তিবিজ্ঞান যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তার মধ্যে বস্তুগততা রয়েছে, কাজেই তা চিন্তন পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল নয়, তা এক স্বতন্ত্র বিজ্ঞান। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের একটি ঝোঁক হল সবকিছুকেই বিষয়ীগততার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করা অর্থাৎ সবকিছুই 'Subjective', এই ধরণের মনোভাব সত্যকে ধ্বংস করে। তাই ফ্রেগে কয়েকটি জোরাল আপত্তি তোলেন, -

প্রথমতঃ তিনি বলেন সংবেদন, মানসিক প্রতিরূপ, অবধারণ প্রভৃতি বিষয় অস্থায়ী, দোদুল্যমান এবং আপতিক, তাই সেটি কোন নিশ্চিত জ্ঞানে পৌঁছাতে পারে না। অর্থাৎ মনস্তত্ত্ব নির্ভর যাবতীয় বিষয় সুনিশ্চিত জ্ঞান দিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেন গাণিতিক ধারণা বা গাণিতিক বিষয় মনস্তাত্ত্বিক ধারণার মত অস্থায়ী, দোদুল্যমান এবং আপতিক নয়, তা এক নিশ্চিত জ্ঞানে পৌঁছাতে সাহায্য করে। কাজেই গাণিতিক বিষয় মনস্তাত্ত্বিক ধারণার উপর নির্ভশীল নয়।

এছাড়া ফ্রেগে দাবি করেন মনস্তত্ত্ববাদ অনুসারে গাণিতিক বিষয় যথা সংখ্যা মানসিক ধারণা ছাড়া কিছু নয়। এখন ধারণা ব্যক্তিগত হওয়ায় গানিতিক বিষয় তথা সংখ্যাও ব্যক্তিগত অর্থাৎ সংখ্যার ধারণা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে স্বতন্ত্র। কিন্তু ফ্রেগে মনে করেন সংখ্যা যদি ব্যক্তিগত ধারনা হয় তাহলে গাণিতিক বিষয়ের সত্যতা বা যৌক্তিক বিষয়ের সত্যতা প্রকাশ করা অসম্ভব হবে। অথচ আমরা

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.04

গাণিতিক বিষয় বা যৌক্তিক বিষয়ের সুনিশ্চিত জ্ঞান একই অর্থে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ করি। কাজেই তিনি দাবি করেন যৌক্তক সত্যতা এবং গাণিতিক ধারণা হল বস্তুগত ধারণা, কোন ব্যক্তিগত ধারণা নয়। কারণ এই সমস্ত আদর্শ বিজ্ঞান ব্যক্তিগত হলে তা ধারণা নির্ভর হয়ে পড়ে, আর ধারণা নির্ভর হওয়ার অর্থ হল ভাববাদী মনোভাব প্রকাশ করা এবং ভাববাদী মনোভাব প্রকাশ পেলে অহংকেন্দ্রিকতার (solipsism) আশঙ্কা দেখা যায়। তাই তিনি মনে করেন গণিত এবং যুক্তিবিজ্ঞানকে মনোবৈজ্ঞানিকতার আলোকে ব্যাখ্যা করা মোটেই কাম্য নয়। কারণ তিনি বলেন গাণিতিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে এবং যুক্তিবিজ্ঞানের মধ্যে যে বস্তুগততা (objectivity) এবং আবশ্যিকতা (necessity) রয়েছে তাকে মানসিক ঘটনারূপে বর্ণনা বা মনস্তত্ত্বের ভাষায় ব্যাখ্যা করা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কারণ যে মুহূর্তে আমি কোন নিয়ম-নীতি সম্পর্কে চিন্তা করা বন্ধ করে দিব সেই মুহূর্তে তার সত্তা আমার কাছে নিঃশেষ হয়ে যাবে, যা বাস্তবসম্মত নয়। ফ্রেগের এইরূপ সমালোচনায় হুসার্ল হতাশ হয়েছিলেন। এইরূপ সমালোচনার দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন বলে দাবি করা হয়। এই বিষয়টা নিয়ে অনেকের মতান্তর আছে, অনেকে মনে করেন ফ্রেগের সমালোচনার আগেই তার মধ্যে মনোবিজ্ঞানের প্রতি বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়েছিল। মনে করা হয় যখন তিনি Bolzano-র লেখা গণিত বিষয়ক বই পর্যালোচনা করেছিলেন তখন থেকেই তার মধ্যে পরিবর্তন আসে। J. N. Mohanty-ও এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে ফ্রেগের সমালোচনার পূর্বেই হুসার্ল নিজেকে অনেকটা মনোবিজ্ঞানসম্মত ধারণা থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। হুসার্ল ব্রেন্টানো এবং স্টাম্ফের মনোবিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার জন্য হতাশ হয়ে তাঁর বন্ধু মারভিন ফারবারকে চিঠিতে লিখেছিলেন – “Even though I began in my youth as an enthusiastic admirer of Brentano I must admit that I deluded myself, for too long, and in a way hard to understand now, into believing that I was a co-worker on his philosophy, especially his psychologism.”[৮] অর্থাৎ অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে তিনি জানাচ্ছেন যে, জীবনের অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ সময় আমি ব্রেন্টানোর মনোবিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অতিবাহিত করেছি, যা আমার অত্যন্ত ভুল ছিল, এককথায় আমি নিজেকে প্রতারণা করেছিলাম। এইরূপ বক্তব্যের দ্বারাই আমরা হুসার্লের মনোবিজ্ঞানের প্রতি বিরূপ মনোভাবের পরিচয় পাই।

হুসার্ল মনস্তত্ত্ববাদ খণ্ডন করেছেন তাঁর অপর এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ “Logical Investigation, Vol. I” লেখণীর মধ্য দিয়ে। তিনি উক্ত গ্রন্থে তিনভাবে আলোচনার মধ্য দিয়ে মনস্তত্ত্ববাদকে খণ্ডন করেছেন। প্রথমত তিনি বলেন, “Psychology being the foundation of logic, absurd and untenable consequences would follow. The consequences are not acceptable and so psychologism is an unacceptable position.”[৯]। অর্থাৎ আমরা যদি মনোবিজ্ঞানকে যুক্তিবিজ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে মেনে নিই, তাহলে এমন সব অযৌক্তিক,

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.04

অর্থহীন সিদ্ধান্ত আসবে যাদেরকে আমরা মেনে নিতে বাধ্য। তাই মনোবিজ্ঞানকে যুক্তিবিজ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে মেনে নেওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত তিনি বলেন, "Psychologism gives rise to sceptical relativism."[১০]। অর্থাৎ তিনি বলেন মনোবিজ্ঞান আমাদেরকে আপেক্ষিকতাবাদের দিকে নিয়ে যায়, যার পরিণতি হল সংশয়বাদ। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত সংশয়বাদের জন্ম দেয়, যা আমাদের যথার্থ জ্ঞান গঠনের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয় এবং তৃতীয়ত তিনি বলেন, "He wants to expose the prejudices, which are three in number, behind psychologism."[১১] এখানে তিনি তিন ধরণের পূর্বভাবনা বা সংস্কার প্রকাশ করেছেন। হুসার্ল প্রথমত; যা বলতে চেয়েছেন তা হল যদি আমরা মনোবিজ্ঞানকে যুক্তিবিজ্ঞানের আবশ্যিক তাত্ত্বিক ভিত্তি (essential theoretical foundation) বলে অনুমান করি তাহলে যুক্তিবিজ্ঞান তথ্যগত (factual) এবং অভিজ্ঞতিক ধারণায় (empirical) পরিণত হবে, যা সম্ভব নয়। কারণ মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি হল প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি (Naturalistic Standpoint)। যেহেতু মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি হল প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি, কাজেই তার পরিণতি হল সম্ভাব্যতা, কারণ প্রাকৃতিক নিয়ম উদ্ধৃত হয় আরোহীকরণের (induction) দ্বারা, আর আরোহ অনুমানের একটি ধর্ম হল সম্ভাব্যতা, কিন্তু যুক্তিবিজ্ঞানের মূল দৃষ্টিভঙ্গি হল Logical laws are laws of absolute exactness. অর্থাৎ যৌক্তিক নিয়ম হল চরম সত্যতা। অপরদিকে মনোবিজ্ঞানের মূল কেন্দ্রবিন্দু হল Psychological laws are exact natural laws.। তাই বলা হয়েছে, "Natural laws are established by induction, which gives rise to only probability, so logical laws would become, without exception, mere probability. But the laws of pure logic have a priori validity and they are established and justifies, not by induction but by apodictic inner evidence."[১২]। প্রাকৃতিক নিয়ম আরোহমূলক এবং সেই কারনে তা সম্ভাব্য। অনুরূপভাবে যৌক্তিক নিয়মও ব্যতিক্রমভাবে কেবল সম্ভাব্য। কিন্তু শুদ্ধ যুক্তির নিয়মাবলীর বৈধতা পূর্বস্বীকৃত এবং সেই নিয়মাবলী আরোহমূলক অনুমানের দ্বারা নয়, বরং তাদের অন্তর্নিহিত সত্যতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং ন্যায্যতা প্রাপ্ত। দ্বিতীয়ত; তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা হল, মনোবিজ্ঞান আপেক্ষিকতাকে বা relativism-র জন্ম দেয়। আবার আপেক্ষিকতাবাদ জন্ম দেয় সংশয়বাদকে। কাজেই প্রকারান্তরে মনোবিজ্ঞান সংশয়বাদকে গুরুত্ব দেয়। কিন্তু সংশয়বাদ জ্ঞান গঠনে অসমর্থ হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং মনোবিজ্ঞান স্বীকার করা যাবে না। এই প্রসঙ্গে আপেক্ষিকতাকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে – যথা Individual relativism বা ব্যক্তিগত আপেক্ষিকতাবাদ এবং Specific relativism বা জাতিগত বা গোষ্ঠীগত আপেক্ষিকতাবাদ। প্রথম প্রকার আপেক্ষিকতাবাদের ক্ষেত্রে তিনি প্রোটাগোরিয়ান নীতির কথা বলেছেন। সেখানে বলা হয়েছে "The individual man is the measure of all truth"[১৩] অর্থাৎ ব্যক্তি মানুষই

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.04

হল সমস্ত সত্যের পরিমাপক। অর্থাৎ যদি কেউ বলেন, তাঁর নিজের কাছে যা সত্য তাই সত্য, তাহলে অন্যকেউ যদি ঐ একই বিষয়কে মিথ্যা বলে গ্রহণ করে তাহলে প্রথম ব্যক্তিকে তা মেনে নিতে হবে। তাই হুসার্ল বলেন ব্যক্তিগত আপেক্ষিকতাবাদ এমনই এক অসঙ্গতিপূর্ণ, আত্মঘাতি অবস্থান যা কখনই কাম্য হতে পারে না। দ্বিতীয় প্রকার আপেক্ষিকতাবাদের ক্ষেত্রে তিনি 'Individual man'-এর পরিবর্তে 'Species man' শব্দটিকে প্রয়োগ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি বলেন, "man as such is the measure of all human truth"[১৪] অর্থাৎ, প্রকৃতিগত বা সমষ্টিগত মানুষই হল সমস্ত সত্যের পরিমাপক। হুসার্ল তাঁর "Logical Investigation, Vol. I"–এ প্রকৃতিগত আপেক্ষিকতাবাদের বিরুদ্ধে, কম-বেশি যুক্তি উপস্থাপনা করেছেন, যার মূল বক্তব্য হল কোন বিষয়ের সত্যতা নির্ভর করে কোন প্রজাতির বা জনগোষ্ঠির মানসিক গঠনের উপর। কাজেই এক্ষেত্রে একই বিষয়ের অবধারণ একই সময়ে বা ভিন্ন সময়ে প্রজাতির কাছে সত্য হতে পারে আবার অন্য কোন প্রজাতির কাছে মিথ্যা হতে পারে। কিন্তু আমরা জানি সত্য কখনো কোন শর্তের উপর নির্ভরশীল নয়, তাহল নিরপেক্ষ। তাই হুসার্ল বলেন, "truth is absolutely, intrinsically true, truth is one and the same whether men or non-men or gods apprehend and Judge it. If relativism holds anything to the contrary, it misses the meaning of the notion of truth."[১৫] অর্থাৎ সত্যতা আবশ্যিকভাবে এবং স্বগতভাবে সত্য। মানুষ অথবা দেবতা অথবা মনুষ্যেতর প্রানী সেই সত্যকে অনুভব এবং বিচার না করলেও সত্য এক এবং অভিন্ন। বিপরীত দিকে যদি আপতিকতা অনুসৃত হয়, তাহলে সেখানে সত্যতার ধারনা অগোচরেই থেকে যায়। কাজেই বলা যায় এই তত্ত্ব মেনে নিলে একই বচন কোন জনগোষ্ঠীর কাছে সত্য, আবার অন্য জনগোষ্ঠীর কাছে তা মিথ্যা হতে পারে তা মেনে নিতে হয়। কিন্তু আমরা জানি সত্য এবং মিথ্যা এই শব্দ দুটি একই বিষয়ের ক্ষেত্রে একইসঙ্গে থাকতে পারে না। যদি স্বীকার করা হয় তাহলে স্ববিরোধী বলে গন্য হবে।

তৃতীয়ত, তিনি মনোবিজ্ঞানের কতকগুলি নির্বিচার সংস্কারের কথা বলেছেন (The Prejudices of Psychology)। এক্ষত্রে তিনি তিনটি সংস্কারের কথা বলেছেন, প্রথমত তিনি তাঁর Logical Investigation গ্রন্থে বলেছেন, "The psychologist think that logical laws are normative prescriptions ......in the psychology of the knowledge."[১৬] অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন যে যৌক্তিক নিয়ম হল এক প্রকার আদর্শমূলক বিধান এবং এই বিধানগুলি হল যথার্থ জ্ঞানলাভের একমাত্র মাধ্যম। কিন্তু এই বিধানগুলি যেহেতু মানসিক ক্রিয়া নির্ভর, সেহেতু বলা যায় যৌক্তিক নিয়মগুলির এক মানসিক ভিত্তি আছে। কিন্তু হুসার্ল এই বিষয়টি মানতে রাজি নন। তিনি মনে করেন যৌক্তিক নীতিগুলিকে যখন বচনের মাধ্যমে প্রকাশ করি বা যৌক্তিক নীতিগুলিকে যখন পর্যালোচনা করি তখন মানসিক কার্যপ্রণালী প্রয়োজন কিন্তু

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.04

যৌক্তিক নিয়মগুলির সত্যতা বা সত্তা আমাদের মনের ওপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ Epistemologically বা জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যৌক্তিক নিয়মগুলি মানসিক ক্রিয়া নির্ভর। কিন্তু Ontologically বা সত্তাগতভাবে যৌক্তিক নিয়মগুলি মনোনিরপেক্ষ। যেমন যৌক্তিকভাবে আমরা বলি -

$$p \supset q$$

$$p$$

$$\therefore q$$

এইরূপ যুক্তির ক্ষেত্রে আমাকে চিন্তন পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়, কিন্তু আমি চিন্তা করি বলেই যে যুক্তিটি সত্য তা ঠিক নয়, কারণ আমি চিন্তা না করলেও যুক্তিটি সত্য। অর্থাৎ যৌক্তিক নিয়ম মননিরপেক্ষভাবে সত্য, কিন্তু তার সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে হলে চিন্তনের প্রয়োজন হয়।

দ্বিতীয় সংস্কার হিসাবে যা বলা হয়েছে তা হল, "The second prejudice ......these matters."[১৭] অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানিরা দাবি করেছেন যে, যুক্তিবিজ্ঞান যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তা হল ধারণা, অবধারণ বা বচন এবং অনুমান। কিন্তু এই সমস্ত প্রত্যয়গুলি যা নির্দেশ করে তা হল মানসিক ঘটনা। কাজেই মনোবিজ্ঞানকে যথার্থ বিজ্ঞান হিসাবে দাবি করা যথোচিত। কিন্তু হুসার্ল এই যুক্তির বিরোধীতা করে বলেন যে, এই যুক্তিকে গ্রহণ করলে গণিতকেও মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বলতে হবে। কারণ গণনা পদ্ধতি বা অন্যান্য গাণিতিক প্রক্রিয়াগুলি মানসিক ঘটনাকে নির্দেশ করে। এছাড়া হুসার্ল যুক্তিবিজ্ঞানে এবং গণিতকে একই আসনে অলংকৃত করেছেন। কাজেই যুক্তিবিজ্ঞানকে মনোবিজ্ঞান নির্ভর বলার অর্থই হল গণিতকে মনোবিজ্ঞান হিসাবে দাবি করা, যা মোটেই যথাযথ নয়।

মনোবিজ্ঞানের তৃতীয় পূর্বস্বীকৃতি হিসাবে দাবি করা হয়েছে, "The third prejudice behind ......of inner evidence depends"[১৮] অর্থাৎ তৃতীয় সংস্কারে দাবি করা হয়েছে যে, যুক্তিবিজ্ঞান হল একপ্রকার সাক্ষ্যপ্রমাণতত্ত্ব (Theory of evidence)। মনোবিজ্ঞানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অবধারণের সত্যতা। কোন অবধারণ তখনই সত্য বলে গৃহীত হবে, যখন তা সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষিত হবে বা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে (immediately evident)। অর্থাৎ আন্তঃপ্রত্যক্ষের দ্বারা (inner evident) কোন অবধারণের সত্যতা প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই আভ্যন্তরীন সাক্ষ্যপ্রমাণের সঙ্গে আন্তঃ-অভিজ্ঞতার (inner experience) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কারণ আন্তঃ-অভিজ্ঞতা না হলে আভ্যন্তরীন সাক্ষ্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হবে না। এখন এই আন্তঃ-অভিজ্ঞতার মূল ভিত্তি হল মনোবিজ্ঞান। কাজেই আভ্যন্তরীন সাক্ষ্য প্রমাণ বলতে যদি আভ্যন্তরীন অভিজ্ঞতাকে বোঝায়, আর আভ্যন্তরীন অভিজ্ঞতা যদি মানসিক হয়, তাহলে আভ্যন্তরীন সাক্ষ্য

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.04

প্রমাণও মানসিক হবে। আভ্যন্তরীন সাক্ষ্যপ্রমাণ মানসিক হওয়ার অর্থই হল যুক্তিবিজ্ঞানও মনস্তত্ত্ব নির্ভর হওয়া। কিন্তু হুসার্ল এই যুক্তির বিরোধীতা করে বলেন, যুক্তিবিজ্ঞানের আভ্যন্তরীন সাক্ষ্যপ্রমাণতত্ত্বের সঙ্গে আভ্যন্তরীন মানসিক অভিজ্ঞতার সম্পর্ক থাকলেও আভ্যন্তরীন প্রমাণতত্ত্বের বস্তুগত ধারণার সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার পার্থক্য আছে। কারণ যুক্তিবিজ্ঞান যে আভ্যন্তরীন সাক্ষ্য প্রমাণের কথা বলে তা হল আদর্শ বস্তুগত সাক্ষ্যপ্রমাণ, যা কেবল বাস্তব মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতিমাত্র নয়।

প্রথমে আমরা দেখেছিলাম মনস্তত্ত্বের হাত ধরেই তিনি দর্শনের জগতে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু এখন তিনি মনস্তত্ত্বকে খণ্ডন করে প্রতিভাসবিজ্ঞানের স্তরে প্রবেশ করবেন। এই প্রতিভাসবিজ্ঞানই হল তাঁর দর্শনের এক নতুন আবিষ্কার। তিনি তাঁর “Logical Investigation, vol. II” লেখনীর মধ্য দিয়ে মনস্তত্ত্ববাদের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে বর্ণনাত্মক দর্শনের দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি যৌক্তিক নিয়মকে বর্ণনাত্মক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে পর্যালোচনা করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই বর্ণনাত্মক আলোচনা ব্রেন্টানোর বর্ণনামূলক মনোবিদ্যার মত কেবল বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনা নয়, হুসার্লের বর্ণনার উদ্দেশ্য ছিল আদর্শ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আদর্শ যৌক্তিক নিয়মকে প্রকাশ করা। কারণ তিনি একথা মনে করতেন না যে যৌক্তিক নিয়ম সর্বদাই প্রকৃত বাস্তব অভিজ্ঞতার অংশ হবে। তিনি তাঁর বর্ণনাত্মক আলোচনার মধ্য দিয়ে চেতনার অবস্থাকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন অর্থাৎ চেতনার সাক্ষাৎ অনুভবে প্রদত্ত বিষয়ের অর্থ বিচার বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। চেতনায় প্রদত্ত বিষয়ের অর্থ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তিনি বিষয়ের essence বা সারসত্তাকে বর্ণনা করার কথা বলেছেন। বিষয়ের এই সারসত্তাকে তখনই বর্ণনা করা যাবে, যখন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়ের অর্থ বিশ্লেষণ করা হবে। তাই হুসার্ল বলেন, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চেতনায় প্রদত্ত বিষয়ের স্ব-প্রমাণের (self-evident) মধ্য দিয়ে অর্থ বিশ্লেষণই হল Phenomena বা প্রতিভাস। অর্থাৎ বিষয় যেমনভাবে সাক্ষাৎভাবে চেতনায় প্রদত্ত হবে, তাকে সেইভাবে বর্ণনা করাই হল হুসার্ল সম্মত বর্ণনাত্মক প্রতিভাসবিজ্ঞান বা Descriptive Phenomenology। এই বর্ণনাত্মক প্রতিভাসবিজ্ঞানকে Eidetic Phenomenology-ও বলা হয়। কারণ চেতনায় প্রদত্ত বিষয়ের অর্থবিশ্লেষণ করার অর্থ বিষয়ের essence বা সারসত্তাকে প্রকাশ করা। অর্থাৎ এই প্রকার প্রতিভাসবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হল বিষয়ের মূলে ফিরে যাওয়া (Zu-den-sachenselbst), অর্থাৎ বিষয় যেমন তাকে সেইভাবে বর্ণনা করা। এই প্রকার eidetic Phenomenology-র মধ্য দিয়ে হুসার্ল বৈচিত্র্যময় বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত থেকে যেমন বিষয়ের সারসত্তা গ্রহণের কথা বলেছেন, তার পাশাপাশি গাণিতিক তথা যৌক্তিক নিয়ম নীতির যথার্থ ভিত্তিও প্রদান করে এই প্রভাসতাত্ত্বিক অনুসন্ধান। এই প্রসঙ্গে বর্ণনা শব্দটির বিশেষ তাৎপর্য আছে। কারণ বর্ণনা এবং ব্যাখ্যার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। ব্যাখ্যা বলতে বোঝায় নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে ঘটনাকে আলোচনা করা অর্থাৎ ব্যাখ্যার মধ্যে বিষয়ীগততা

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.04

থাকে, একই ঘটনার বিভিন্নজন বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিতে পারে। কিন্তু বর্ণনার মধ্যে কোন বিষয়ীগততা থাকে না, ঘটনাটি যেমন তাকে সেইভাবে প্রকাশ করা হয়, অর্থাৎ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে ঘটনাটিকে বর্ণনা করা হয়। কাজেই বর্ণনার মধ্যে বিষয়ের essence প্রকাশ করা হয়, যা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। এই কারণে eidetically descriptive বলতে বোঝায় বিষয়ের সামন্য সত্তাকে প্রকাশ করা। যেমন- জলের বর্ণনা দিতে গিয়ে একজন রসায়নবিদ বলেন দুই অনু হাইড্রোজেন এবং এক অনু অক্সিজেনের মিশ্রণই হল জল। জলের এই বর্ণনা হল জলের সারসত্তার বর্ণনা। কারণ জলের প্রকার বিভিন্ন হলেও যেমন পুকুরের জল, নদীর জল, টিউবওয়েলের জল যাইহোক না কেন, জলের এই সাধারণ সারসত্তা প্রত্যেক জলের আবশ্যিক ধর্ম, কাজেই বর্ণনার মধ্যে একটা সামান্যিকরণ থাকে, যার দ্বারা বিষয়ের যথার্থ অর্থ প্রকাশ পায়। তবে হুসার্লের বর্ণনামূলক প্রতিভাসবিজ্ঞান ব্রেন্টানোর বর্ণনামূলক মনোবিজ্ঞানের থেকে স্বতন্ত্র। মনস্তত্ববাদ ও প্রতিভাসবিজ্ঞানের মধ্যবর্তী চিন্তাধারায় আমরা বর্ণনামূলক মনোবিজ্ঞানকে লক্ষ্য করি। প্রথমদিকে হুসার্ল এই প্রকার মনোবিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে তিনি উপলব্ধি করেন এই প্রকার বর্ণনাত্মক মনস্তত্ত্ব কেবল আমাদের চেতনার ক্রিয়া-প্রক্রিয়াসমূহের বাস্তব বর্ণনা দেয়। অর্থাৎ আমাদের মানসিক অবস্থা সমূহের বিচার বিশ্লেষণ করা হয়। এই প্রকার মনস্তত্ত্বে সত্তাতাত্ত্বিক (Ontological) দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোন বিষয়ের সত্তাকে উদ্‌ঘাটন করতে চাই না এবং তাদের উৎস সম্পর্কে কোন আলোকপাত করে না। এক কথায় ব্রেন্টানোর মনস্তত্ত্বে বিশুদ্ধ মনোবিদ্যার (Pure Psychology) ছাপ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু হুসার্লের বর্ণনামূলক প্রভাসতত্ত্ব অভিজ্ঞতিক মনোবিদ্যা (empirical psychology) থেকে সরে এসে বিষয়ের মূলে ফিরে যেতে চেয়েছে। অর্থাৎ বিষয়ের তাত্ত্বিক অনুসন্ধান করা হল হুসার্লের এই প্রকার প্রভাসতত্ত্বের মূল লক্ষ্য।

হুসার্ল তাঁর বর্ণনামূলক প্রভাসতত্ত্বে বিষয়ের যথার্থ অর্থকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন। Logical Investigation গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য ছিল যুক্তিবিজ্ঞানের মৌলিক অর্থকে বিশ্লেষণ করা। বিষয়ের অর্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি 'Intentional Analysis'-র কথা বলেছেন। অর্থাৎ বিশুদ্ধ চেতনাতে প্রদত্ত্ব বিষয়ের অর্থ বিশ্লেষণ করাই হল 'Intentional Analysis'. এই Intentional Analysis -র ক্ষেত্রে 'Intentional' শব্দটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ চেতনার আবশ্যিক ধর্ম হচ্ছে 'Intentionality'। তাই বলা হয় "Consciousness always consciousness of something" অর্থাৎ চেতনা সবসময় কোন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হতে চায় অর্থাৎ কোন কিছুকে ছুঁতে চায়, এই চেতনার গতিকেই বলা হয় বিষয়মুখীনতা (Intentionality)। আমরা আগেই জেনেছি বিষয়মুখীনতার (Intentionality) ধারণা হুসার্লের নিজস্ব নয়, তিনি ব্রেন্টানোর কাছ থেকে এই ধারণা পেয়েছিলেন। আবার ব্রেন্টানো এই ধারণা পেয়েছিলেন 'medieval scholasticism' থেকে। তিনি মূলত মানসিক (Psychical) এবং জাগতিক ঘটনার (Physical

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

phenomena) মধ্যে পার্থক্য করার জন্য বিষয়মুখীনতার ধারণা দিয়েছিলেন। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানসিক ঘটনাকে (Psychical or Mental Phenomena) জাগতিক ঘটনা (Physical Phenomena) থেকে স্বতন্ত্র করে মানসিক ঘটনার (mental Phenomena) বিষয়মুখী চরিত্রকে (Intentional character) বর্ণনা করা। কিন্তু হুসার্লের কাছে বিষয়মুখীনতার (Intentionality) গুরুত্ব ব্রেন্টানোর থেকে অনেক বেশি। কারণ হুসার্ল এর একটা জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং দার্শনিক তাৎপর্যের কথা বলেছেন। তাঁর মতে "The whole world comes within the field of intentionality" অর্থাৎ সমগ্র জগৎটা বিষয়মুখীনতার (intentionality) মধ্যে এসে যায়। কাজেই হুসার্ল যাবতীয় মানসিক ঘটনার সার-স্বরূপ বিষয়মুখীনতা সম্পর্কে বলেছে, "In perception something is perceived in imagination something is imagined, in a statement something in stated, in love something loved, in hat hated in desire desired etc."[১৯]। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করার অর্থ একটি বিষয়কে প্রত্যক্ষ করা, কল্পনার অর্থ একটি বিষয়ের কল্পনা করা, কোন বিবৃতি দেওয়ার অর্থ কোন বিষয়কে বিবৃত করা, ভালোবাসা বা ঘৃণার অর্থ কোন বিষয়কে ভালোবাসা বা ঘৃণা করা অর্থাৎ চেতনার প্রত্যেকটি অভিমুখী ঘটনার একটি আবশ্যিক বিষয় থাকবে। হুসার্ল বলেন ব্রেন্টানো তাঁর বিষয়মুখীনতার আলোচনায় যে পরিভাষাগুলি ব্যবহার করেছেন তা মনস্তত্ত্বের আলোকে প্রভাবিত এবং শব্দগুলির স্পষ্ট অর্থও তিনি দিতে পারেন নি। যেমন intentional inexistence, immanent objectivity প্রভৃতি শব্দগুলির যথার্থ অর্থ দিতে ব্যার্থ হয়েছেন। তিনি এই শব্দগুলিকে 'mediatory object' হিসাবে দাবি করেছেন। অর্থাৎ চেতনা ও বর্হিমুখি বিষয়ের মধ্যবর্তী অবস্থার কথা বলতে চেয়েছেন। কিন্তু হুসার্ল চেতনা ও বিষয়ের মধ্যে কোন মধ্যবর্তী অবস্থার কথা বলেন নি। তিনি এক্ষেত্রে চেতনার মধ্যে সত্তাতাত্ত্বিক নিরপেক্ষতার (ontological neutral) কথা বলেছেন। অর্থাৎ যে বিষয়ের প্রতি আমার চেতনা ধাবিত তা আন্তর বিষয় না বাহ্য বিষয় তা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হল আমার চেতনায় সরাসরিভাবে যে বিষয়টি প্রদত্ত হল আমি কেবল তার মধ্যেই নিমজ্জিত থাকব। একেই বলা হচ্ছে চেতনার সত্তাতাত্ত্বিক নিরপেক্ষ অবস্থান (ontological neutralitry)। চেতনার নিরপেক্ষ অবস্থানের জন্য চেতনাকে বিশুদ্ধ হতে হবে, কিন্তু ব্রেন্টানো যে চেতনার কথা বলেছেন তা প্রকৃতিবাদী ভ্রম থেকে মুক্ত নয়, কাজেই ব্রেন্টানোর চেতনার বিষয়মুখিনতায় যে phenomena-র কথা বলা হয় তার মধ্যে প্রভাসতাত্ত্বিক স্বচ্ছতা নেই।

হুসার্লের বর্ণনামূলক প্রভাসতত্ত্ব অনেক বেশি উপযোগিতামূলক (productive)। কারণ এর হাত ধরেই হুসার্ল প্রভাসতাত্ত্বিক বন্ধনীকরণ পদ্ধতির সূচনা করেছেন, যা দর্শনের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যদিও পরবর্তীকালের দার্শনিকরা বিশেষ করে হাইডেগার, মরিস মার্লো পন্টি

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.04

প্রমুখ বন্ধনীকরণ তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন, তথাপি প্রভাসতাত্ত্বিক দর্শনে এই তত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম।

তথ্যসূত্র

1. Speigelberg, Herbert. *The Phenomenological Movement: A Historical Introduction vol-1*, The Hague: Springer-Science + Business Media, B.V. 1960, p. 34
2. Moran, Dermot. *Introduction to Phenomenology*, London and New York: Routledge, 2000, p. 39
3. Ibid, p. 40
4. Speigelberg, Herbert. *The Phenomenological Movement: A Historical Introduction vol-1*, The Hague: Springer-Science + Business Media, B.V. 1960, p. 39
5. Moran, Dermot. *Introduction to Phenomenology*, London and New York: Routledge, 2000, p-53
6. Ibid, p. 54
7. Bhadra, Mrinal Kanti. *A Critical survey of phenomenology and existentialism*, New Delhi: Indian Council of Philosophical Research, 1990, p. 34
8. Moran, Dermot. *Introduction to Phenomenology*, London and New York: Routledge, 2000, p. 70
9. Bhadra, Mrinal Kanti. *A Critical survey of phenomenology and existentialism,* New Delhi: Indian Council of Philosophical Research, 1990, p. 35
10. Ibid-38
11. Ibid-41
12. Bhadra, Mrinal Kanti. *A Critical survey of phenomenology and existentialism*, New Delhi: Indian Council of Philosophical Research, 1990, p. 36
13. Ibid, p. 38

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.04

14. Ibid-39
15. Ibid-39
16. Ibid-41
17. ibid-42
18. ibid-43
19. Moran, Dermot. *Introduction to Phenomenology*, London and New York: Routledge, 2000, p. 114

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore